ইউনিট ১

মৌলিক মানবিক চাহিদা

ভূমিকা

আপনারা সমাজকল্যাণ বিষয়টি পড়ছেন। সমাজকল্যাণ বিষয়ের সাথে মানুষের মৌলিক চাহিদা, তাদের অনুভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং এগুলো মোকাবেলায় উপস্থিত নানা ধরণের সমাজসেবা কার্যক্রম খুবই ঘনিষ্ট। মানুষ সামাজিক জীব। জীবন রক্ষা করার জন্যে মানুষের নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা আছে। আবার সামাজিকভাবে বসবাস করায় তার রয়েছে সামাজিক কিছু চাহিদা। সমাজ ও রাষ্ট্রে সুস্থ ও সুনাগরিক হিসেবে বসবাস করার জন্যে উভয় ধরণের চাহিদা পূরণ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। তা না হলে ব্যক্তির মধ্যে, দলে এবং সমাজে দেখা দেয় নানা সমস্যা আর সংকট। এ ইউনিটটিতে মানুষের মৌলিক চাহিদার ধরণ, বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের অবস্থা এবং চাহিদা পূরণ না হবার ফলে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১ ঃ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মানুষের মৌলিক চাহিদা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- মৌল মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

১.১.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের যে সমস্ত চাহিদা অপরিহার্য তা'ই মৌলিক মানবিক চাহিদা। মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। কিন্তু কিছু কিছু চাহিদা পূরণ করা না হলে মানুষের জীবন রক্ষা পায় না এবং সামাজিক পরিচয়ও থাকে না। এ সমস্ত অভাব পূরণের চাহিদাই হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা। এ চাহিদা গুলোর সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়; তবে চাহিদার তীব্রতা অনেক। তাই মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মানুষ যা সম্ভব তা'ই করে। পাশাপাশি, মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকমত পূরণ না হলে মানুষ তার ন্যূনতম মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

মানুষের বেঁচে থাকা, দৈহিক ও মানবিক বিকাশ এবং সামাজিক বা নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে মৌলিক কিছু চাহিদার পরিপূরণ করতেই হয়। এর কোন বিকল্প নেই। মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদার সমষ্টি হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা যা পূরণ করতেই মানুষ সারা জীবন ব্যস্ত থাকে।

জন্ম নেয়ার পরপরই মানুষের মৌলিক চাহিদার সূত্রপাত হয় । শৈশবে প্রথমে দেখা দেয় মূলত জৈবিক চাহিদা পূরণের তাড়া । পরবর্তীতে শিশু যখন পরিবার, দল ও সমাজের সাথে কাজ করা শুরু করে তখন মানবিক বা সামাজিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজন পড়ে । এসমস্ত চাহিদাই মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় জীবনভর। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণেই ব্যস্ত থাকে। জেগে থাকা অবস্থাতেই কেবল নয়, ঘুমের মধ্যেও মানুষ চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে। কেননা ঘুমও হলো একটি মৌলিক চাহিদা। স্থান-কাল ভেদে মানুষের জৈবিক চাহিদার ধরণে যেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তবে সামাজিক চাহিদা বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের হয়ে থাকে। তেমন, ক্ষুধা,তৃষ্ণা, বিশ্রাম, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি জৈবিক চাহিদাগুলো গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র,সাদা-কালো, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী, মুসলিম-অমুসলিম, শিশু-যুবক-প্রবীণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের মানুষের বেলায় প্রায় সমান। অবশ্য এ সকল চাহিদা পূরণের কৌশল, ধরণ ও ধারা এ সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে বেশ তারতম্যপূর্ণ হয়। পাশাপাশি, সামাজিক চাহিদাগুলো শ্রেণী স্থান ভেদে নানা ধরণের হলেও বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে কিছু কিছু সামাজিক চাহিদার ধরণ ও তা পূরণের প্রকৃতি অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। যেমন, শিক্ষা, নিরাপত্তা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সামাজিক চাহিদাগুলো বর্তমানে সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

১.১.২ ঃ মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যান্য প্রাণী ও জীবজগতের বৈশিষ্ট্য হতে আলাদা। নিচে মৌলিক মানবিক চাহিদার কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলোঃ

১. চিরন্তন ও সার্বজনীন ঃ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো আজকের নয় । বরঞ্চ এটি মানুষের সর্বসময়ের এবং বিশ্বের সকল মানুষের ক্ষেত্রে চিরকাল একইভাবে বিরাজ করছে। অর্থাৎ, আগেও এ চাহিদাগুলো মানুষের ছিল এবং বর্তমানেও আছে, তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবে। এগুলো এদেশেও যেমন আছে তেমনি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও আছে।

২. অপরিহার্য ঃ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। জৈবিক চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের জীবন বাঁচবে না আবার সামাজিক চাহিদাপূরণ না হলে সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। তাই উভয় প্রকার চাহিদা পূরণ করা মানুষের জন্যে একান্ত অপরিহার্য। অর্থাৎ, এ চাহিদাগুলো পূরণের ওপরই নির্ভর করে মানুষের জৈবিক ও সামাজিক অস্তিত্ব।

৩. অপরিবর্তনীয় ঃ মৌলিক চাহিদাগুলো স্থান-কাল-মানুষ ভেদে পরিবর্তনযোগ্য নয়। অর্থাৎ সকল মানুষের বেলাতেই এ চাহিদাগুলো একই রকম থাকে। কোন তারতম্য ঘটে না। ছোট শিশু, কিশোর, যুবক কিংবা প্রবীণ সব ক্ষেত্রেই চাহিদাগুলো কম-বেশি একই মাত্রায় উপস্থিত থাকে।

৪. যে কোন পন্থা অবলম্বন ঃ মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্যে মানুষ বৈধ-অবৈধ, ইচছাকৃত - অনিচছাকৃত, প্রকাশ্যে - গোপনে যে কোন ধরণের পন্থা অবলম্বন করে থাকে। ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ ইত্যাদির বিচার মূলত এ চাহিদাগুলো পূরণের ধারা হতেই এসেছে।

৫. চলমান ঃ মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা মানুষের জীবন ব্যাপী। জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মানুষ তার জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণে নিয়মিত সচেষ্ট থাকে। অর্থাৎ, চাহিদার কোন বিরাম নেই, শেষ নেই। চাহিদা পূরণের চেষ্টা যেমন চলতেই থাকে।

৬. সামাজিক স্বীকৃতি ঃ আধুনিক মানুষ কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা, চাহিদা পূরণের অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বিষয়কে সংবিধানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, মানুষের মৌলিক চাহিদা ও তা পূরণের ধরণকে সকল সমাজই মেনে নিয়েছে- স্বীকার করেছে।

৭. শিক্ষণের প্রভাব ঃ প্রাণী হিসেবে মানুষের জৈবিক চাহিদা স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। কিন্ত সামাজিক চাহিদার জন্ম হয় শিক্ষণের ফলে। অর্থাৎ, মানুষ খাদ্য গ্রহণ, পান করা, ঘুম ইত্যাদি কারও কাছ থেকে শিখে করে না। কিন্তু শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির চাহিদা মানুষ সমাজ থেকে শিখে করে। তাছাড়া সকল প্রকার চাহিদা পূরণের কৌশল, ধরণ ও রীতিতে শিক্ষণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আসলে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যেই মানুষ জীবনভর শিখতে থাকে, পড়তে থাকে, জ্ঞান অর্জন করতে থাকে।

৮. ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ঃ মানুষের মৌলিক চাহিদা সৃষ্টি ও পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভৌগলিক পরিবেশ ও জলবায়ু মানুষের মৌলিক চাহিদার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আবার সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় পরিবেশ দ্বারাও সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা প্রভাবিত হয়।

সার - সংক্ষেপ

মানুষের বেঁচে থাকা, দৈহিক ও মানবিক বিকাশ সাধন এবং সুস্থ ও সভ্য নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে যা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং যার কোন বিকল্প নেই তা'ই হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা। জন্মের পর থেকে জীবন ধারণের জন্যে এবং পরবর্তীতে সামাজিক সদস্য হিসেবে চলার জন্যে মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদার পরিপুরণ অত্যাবশ্যক। কারণ মানুষ সামাজিক জীব এবং রাষ্ট্রের নাগরিক। সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার স্বীকৃতি যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি ঐ চাহিদা পূরণের সাধারণ প্রতিশ্রুতিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ভৌগলিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশের কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিভিন্ন সুযোগ প্রতিবন্ধকতা ও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (৪) চিহ্ন দিন।

১. মৌলিক মানবিক চাহিদা হলো-

(ক) বেঁচে থাকার জন্যে যা প্রয়োজন

(খ) সমাজে বসবাসের জন্যে যা প্রয়োজন

(গ) সামাজিক জীব হিসেবে বসবাসের জন্যে যা প্রয়োজন

(ঘ) মানুষ যা চায়

২. মানুষের সামাজিক চাহিদাগুলো হচেছ -

(ক) অপরিবর্তনীয় (খ) চিরন্তন ও সার্বজনীন

(গ) শিক্ষণের ফল (ঘ) অপরিহার্য

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. মৌলিক মানবিক চাহিদা বলতে কি বুঝেন?

খ. মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-২ ঃ মৌলিক মানবিক চাহিদার বিবরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

১.২.১ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর বিবরণ

সত্যিকার অর্থে মানুষের চাহিদা অসীম। তাই মৌলিক চাহিদার সংখ্যাও কম নয়। তবে জৈবিক ও সামাজিক অস্তিত্বের প্রশ্নে কিছু কিছু চাহিদাকে অত্যাবশ্যক বলে সকলেই মনে করেন। অর্থাৎ, বেঁচে থাকা এবং সমাজে বসবাস করার জন্যে অনেক চাহিদার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা মানুষের বেলায় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এগুলোর বিবরণ ধারাবাহিকভাবে নিচে দেয়া হলো:

১. খাদ্য ঃ ক্ষুধা প্রাণী মাত্রেরই প্রধান চাহিদা। ক্ষুধা পেলে আমরা খাদ্য খাই তাই জীবনের জন্যে আমাদের প্রথম প্রয়োজন হলো খাদ্যের। মানুষই কেবল নয়, বরঞ্চ প্রাণী, পাখি, পতঙ্গ, উদ্ভিদসহ সকলেই তাদের জীবনের প্রায় পুরো সময়ই ব্যয় করে খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণের কাজে। দেহের বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদিতে প্রতিজন মানুষের প্রতি বেলায় প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয়ের। আর সুস্থ থাকার জন্যে ঐ পানীয় ও খাদ্য হতে হবে নিরাপদ ও সুষম। দৈহিক বৃদ্ধিই কেবল নয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশেও খাদ্য মানুষকে সক্ষম করে তোলে। খাদ্যের চাহিদা মানুষের সবচেয়ে তীব্র। এ চাহিদা পূরণের জন্যে মানুষ বৈধ অবৈধ যে কোন পন্থাই অবলম্বন করে।

২. বস্ত্র ঃ খাদ্যের পাশাপাশি বস্ত্রও মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মানুষ ছাড়া অন্য কারও বস্ত্র বা পোশাকের দরকার হয় না। মানুষের ত্বক পোশাক ছাড়া শীত, তাপ ও আব্রু রক্ষা করতে পারে না। শুরু থেকেই মানুষ তাই কোন না কোন আবরণ বা আচছাদন ব্যবহার করে আসছে। এক্ষেত্রে গাছের ছাল-পাতা, পশুর চামড়া ইত্যাদি প্রথম দিকে মানুষ ব্যবহার করতো। বস্ত্র এর পরবর্তী রূপান্তর। বস্ত্র বা পোশাক মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদামেটায়। পর্যাপ্ত পোশাক পরিধান না করলে ঐ মানুষকে সভ্য বলা হয় না । তাই শীত-তাপের বিধান মেনে চলা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং লজ্জা নিবারণের জন্যে মানুষের সবসময়ের চাহিদা পোশাক বা বস্ত্র। বর্তমানে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে বস্ত্র বা পোশাকের নানা সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। বস্ত্রের চাহিদাও তাই হাজার গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন এলাকায়, পরিবেশে, সংস্কৃতিতে বস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্টাইল, ধরণ ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৩. বাসস্থান ঃ প্রাণী, পাখি ও পতঙ্গের অন্যতম একটি চাহিদা হলো নিরাপদ আশ্রয়। আর এজন্যে এরা বিভিন্নভাবে তৈরি করে নিজেদের বাসস্থান। এটি অনেকটা জৈবিক চাহিদা। তবে মানুষের বেলায় বাসস্থানের প্রয়োজন অন্যান্য পাখি-পতঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি। শান্তিতে ঘুমানোর জন্যে, ঝড়-বৃষ্টি-শীত-তাপ হতে দেহকে রক্ষা করার লক্ষ্যে, জন্তু জানোয়ার-চোর-ডাকাতের আক্রমন হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে, সুস্থ পরিবার গঠন ও পরিচালনার প্রয়োজনে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বাসস্থানের ভূমিকা খুবই জরুরি। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদির পার্থক্য অনুযায়ী বিশ্বের নানা অঞ্চলের মানুষের বাসস্থানের ধরণ ও আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষ অধিকতর উষ্ণ ও আরামদায়ক বাসস্থান গড়ে চলেছে। এর ফলে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে আরও বেশি নিরাপদ, উপযোগী এবং সুখকর।

৪. শিক্ষা ঃ বলা হয় যে, সৃষ্টি জগতে শারীরিকভাবে মানুষই সম্ভবত সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্ম নেয়। বেঁচে থাকা এবং প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে তাকে বিভিন্ন বিষয় শিখে কাজ করতে হয়। শেখার সামর্থ আবার মানুষেরই সবচেয়ে বেশি। তবে শিক্ষা হতে পারে প্রধানত দু'ধরণের; অসংগঠিত বা অনানুষ্ঠানিক এবং সংগঠিত বা আনুষ্ঠানিক। বর্তমানে শিক্ষা বলতে যদিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ধরা হয়, তবুও এর বাইরে বহু কিছু মানুষ নিজে নিজে শিখে নেয়। বিশ্বের অন্যান্য পশু-পাখি হতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মূলত শিক্ষার কারণে। মানুষ যত শিখে ততই শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। বিশ্বের যে দেশে শিক্ষার হার যত বেশি সে দেশগুলো তত বেশি উন্নত। বর্তমানে বলা হয় যে, সকল দেশেই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা মানুষকে শক্তিশালী করে; এ জন্যে শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা।

৫. স্বাস্থ্য ঃ জীবন চলার পথে মানুষ মাত্রেরই নানা কারনে অসুস্থ, রোগগ্রস্থ ও আহত হবার সম্ভাবনা থাকে। এ অবস্থায় প্রয়োজন দেখা দেয় চিকিৎসা, পথ্য, খাদ্য ও পরিচর্যার। এগুলো যথাসময়ে ঠিকভাবে পেলে জীবন হয় সচল, সুস্থ ও স্বস্তি

দায়ক। তবে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যই নয়, বরঞ্চ মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও মানুষ সুস্থ থাকতে চায়। সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ওপরই নির্ভর করে মানুষের শিক্ষা, কর্ম,আয় উন্নতি ইত্যাদি। দৈহিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা মানুষ ছাড়াও অন্যান্য সকলের মৌলিক চাহিদা। মানুষ যেহেতু শ্রেষ্ঠ জীব তাই সে'ই পারে নিজ ব্যবস্থাপনায় যথাযথভাবে স্বাস্থ্য চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে। স্বাস্থ্যসেবা আধুনিক মানুষের একটি মৌলিক অধিকার; তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশই নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে থাকে অঙ্গিকারবদ্ধ। কেননা "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।"

৬. চিত্তবিনোদন ঃ বিনোদনে অংশ নেয়া মানুষের একটি সহজাত চাহিদা। আদিকাল হতেই মানুষ সকল বয়সে এবং সকল সময় বিনোদনের সাথে জড়িত হয়েছে। শরীরে শক্তির জন্যে যেমন খাদ্য, তেমনি মনের প্রশান্তির জন্যে মানুষের প্রয়োজন হয় বিনোদনের। বিনোদন মানুষের চিত্তকে সুস্থ ও সবল রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, অবসর যাপন, নেতৃত্বদান, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধান ইত্যাদিতে চিত্তবিনোদন প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। তাই বিশ্বের সবদেশেই সবসময়ে গান-বাজনা, নাচ-অভিনয়, আবৃত্তি-বির্তক, ভ্রমন-পরিদর্শন ইত্যাদিতে মানুষ জড়িত থেকেছে। বর্তমানে রেডিও , টিভি, নাটক-সিনেমা,বই-পত্রিকা, পার্ক-চিড়িয়াখানা, কম্পিউটার, ক্রীড়া-পর্যটন ইত্যাদি মানুষের চিত্ত বিনোদনের আকর্ষনীয় উপকরণ হিসেবে চালু রয়েছে। বিনোদনের মাধ্যমে ও উপকরণ অঞ্চল, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদির কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা ঃ সামাজিক মানুষের অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। বিষয়টি মানুষের ভূমিষ্ঠ হবার আগে হতে মৃত্যুর পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকা প্রয়োজন বলে সকলে মনে করে। অর্থাৎ, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় হতে মৃত্যুর পরে শেষকৃত্য পর্যন্ত মানুষ সামাজিকভাবে গড়ে তুলেছে রাষ্ট্র ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সংগঠন। মাতৃগর্ভ হতে সুস্থ অবস্থায় জন্মলাভে, শৈশবে আদর যত্নে লালিত-পালিত হতে, কৈশরে লেখাপড়া করায়, যৌবনে কর্মসংস্থান লাভে, বার্ধ্যক্যে পরিচর্যা পেতে এবং জীবনভর অসুস্থতায়, বৈধব্যে, অভিভাবকহীনতায়, দুর্ঘটনায় এবং বিপদ আপদে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র হতে দরকারী সহায়তা ও নিরাপত্তা পেতে চায়। তাই নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। উন্নত দেশে এ চাহিদাগুলো পর্যাপ্তভাবে পূরণ করা হলেও বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান খুব সামান্যই সম্ভব হয়।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক জীব হিসেবে জীবন চলার পথে মানুষের চাহিদা অগণিত। কিন্তু কিছু কিছু চাহিদা বিশ্বের সব মানুষের-সবসময়ের। এগুলোকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে গণ্য করা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। সত্যিকার অর্থে মানুষ এগুলো পূরণের কাজেই জীবনভর ব্যতিব্যস্ত থাকে। আহার, আশ্রয় আর চিকিৎসা সকল প্রাণীর মৌলিক চাহিদা হলেও এগুলোর সাথে শিক্ষা, বস্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদা। বর্তমানে চাহিদাগুলো পূরণের সুবিধার্থে মানুষ গড়ে তুলেছে রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সংগঠন। আর যে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আনুষ্ঠানিক সংগঠন যত শক্তিশালী ঐ দেশের নাগরিকরাও ততটা নিরাপদ ও উন্নত। মৌলিক মানবিক চাহিদা গুলোও সেখানে বেশি মাত্রায় পূরিত হচেছ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক(৪) চিহ্ন দিন।

১. সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের জন্যে একটি-

(ক) জৈবিক চাহিদা (খ) সামাজিক চাহিদা

(গ) উভয়ই (ঘ) কোনটাই নয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩ ঃ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক মানবিক চাহিদা কতটা পূরণ হচেছ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

☞ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হবার প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

১.৩.১ঃ বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের বর্তমান পর্যায়

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত দেশ। শুধু তা'ই নয়, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের প্রথম কাতারে। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন, ভূমি ও কৃষি নির্ভর অর্থনীতি এবং সুশাসনের অভাবে এদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা কখনই ঠিকভাবে পূরণ হয়নি। বরঞ্চ সম্পদ ও সুযোগের অসম বন্টনের ফলে সামান্য কিছু মানুষ অতিমাত্রায় স্বচছল এবং বিরাট সংখ্যক নাগরিক খুবই দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করে। পর্যাপ্ত খাদ্য, ভাল পোশাক পরিচছদ, নিরাপদ বাসস্থান, দরকারি স্বাস্থ্যসেবা, ন্যূনতম চিত্তবিনোদন সুবিধা এবং অপরিহার্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্হা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে দীর্ঘ দিন ধরে। কেবল মাত্র ধর্ম চর্চা এবং স্রস্টার প্রতি প্রচন্ড বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই এদেশের মানুষ অন্ধে সন্তষ্ট হয়ে বেঁচে আছে।

নিচে এদেশের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের পর্যায় ও অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১. খাদ্য ঃ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও কোন দিন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। এদেশের প্রায় দু' তৃতীয়াংশ মানুষের ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান কোন সময়ই হয়নি। মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির অত্যন্ত স্বল্পতা, অসম ভূমি বন্টন, বেকারত্ব ও গণদারিদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদির কারণে অধিকাংশ মানুষই দু'বেলা দু'মুঠো খাদ্যের নিশ্চয়তা পায়নি। বিপুল পরিমান খাদ্য ঘাটতি, চোরাচালান, মজুতদারি, ফটকাবাজি ও সরকারী দুর্বল ব্যবস্থাপনা এক্ষেত্রে মানুষের কষ্ট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলাদেশের কেউই হয়তো না খেয়ে থাকে না কিন্তু দরকারী খাদ্য চাহিদা এখনও অধিকাংশ মানুষের পূরণ হচেছ না। ফলে ক্ষুধা, অপুষ্টি, অসুস্থতা ও রোগ-শোক নিয়েই এদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হচেছ।

২. বস্ত্র ঃ বস্ত্রক্ষেত্রে বাংলাদেশকে প্রায় সর্বাংশেই বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ বাংলাদেশে পর্যাপ্ত তুলা ও সুতা উৎপন্ন হয় না। সেজন্যে বস্ত্রের বিপুল ঘাটতি বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের। এদেশের দরিদ্র মানুষ খুব অল্প কাপড় ব্যবহার করে। দেশের ক্রমবর্ধমান বস্ত্র ঘাটতি পূরণে সরকার বহুদিন ধরেই বিদেশ হতে নতুন পুরনো কাপড় আমদানি করে থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি বছরগুলোতে গার্মেন্টস শিল্প এদেশে বেড়ে ওঠায় গার্মেন্টেসের বাড়তি পোশাক স্বল্প দামে পাওয়া যাচেছ। আর এভাবে দেশের দরিদ্র মানুষ তাদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাচেছ। তারপরেও এদেশের সকল মানুষের বস্ত্রের চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হয় না। পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাবে শীত-বর্ষা দুর্যোগে বিরাট সংখ্যক মানুষকে ভীষণ সংকটে পড়তে হয়; এমনকি মৃত্যু মুখেও পতিত হতে হয়।

৩. বাসস্থান ঃ নানা কারণে বাংলাদেশের মানুষ নিম্নমানের ঘরে বসবাস করে। অধিকাংশই কাঁচা ঘর, কিছু সংখ্যক আধা পাকা এবং খুব সামান্য সংখ্যক মানুষ এদেশে পাকা বা মানসম্মত ঘরে বাস করে। উপরন্তু, দেশের উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক মানুষ গৃহহীন। আবার বস্তিবাসীর সংখ্যাও কম নয়। দেশের সাধারণ মানুষের বাসস্থান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনি কি দেশের রাজধানী ঢাকা শহরের বাসস্থানও অত্যন্ত অপরিকল্পিত। সেকারণে আজ ঢাকা শহর ভুমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অপরিকল্পিত ও মানসম্পন্ন বাসগৃহ না থাকার কারণে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দূযোর্গ ও দুর্ঘটনায় এদেশের বহু বাড়িঘর ধবংস ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জনসংখ্যার ঘণত্ব, দারিদ্র, গৃহনির্মান সামগ্রির অভাব ইত্যাদির জন্যেও আজ অবধি দেশের সিংহভাগ এলাকায় মানুষ ভাল বাসস্থান গড়ে তুলতে পারেনি।

৪. শিক্ষা: বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ ও আয়োজন খুব সীমিত। একারণে বিরাট সংখ্যক শিশু-কিশোর শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত। যদিও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কিন্তু এর আয়োজন পর্যাপ্ত না হওয়াতে শিক্ষার সুযোগ সকলেই গ্রহণ করতে পারছে না। তাছাড়া জনসংখ্যা অনুযায়ী এদেশে পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেমন নেই; তেমনি নেই শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ এবং অবকাঠামো। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটায় দেশের প্রতিজন অভিভাবকই তার সন্তানদেরকে শিক্ষিত করতে চান। কিন্তু ত্র□টিপূর্ণ ও অসম শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এদেশের

গণমানুষের শিক্ষা সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ হচ্ছে না । অথচ সংবিধান অনুসারে শিক্ষা এদেশের মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। দেশের বিরাট সংখ্যক এনজিও এবং সরকার উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এতে স্বাক্ষরতা বাড়লেও সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা যাচ্ছে না।

৫. স্বাস্থ্য ঃ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা সেবার মান অত্যন্ত নাজুক। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার সত্যিকার কোন ব্যবস্থা আজও এদেশে গড়ে ওঠেনি। যদিও এখাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ ও খরচ করা হয় এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মার্ণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণ হচ্ছে না । দুর্নীতি ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। এদেশের একটি সাধারণ চিত্র হলো, সরকারী হাসপাতালও ক্লিনিকে নিয়মিত ডাক্তার থাকে না এবং ন্যূনতম ওষুধ পাওয়া যায় না। বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা নেয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া বিশুদ্ধ পানির অভাব, ভেজাল খাদ্য ও ওষুধের ছড়াছড়ি, বায়ু ও শব্দ দূষণ ইত্যাদির কারণে মানুষের রোগ ও অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে মানুষের স্বাস্থ্য চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে না।

৬. চিত্তবিনোদন ঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা এদেশে প্রায় নেই বল্লেই চলে। পাশাপাশি, আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। এদেশে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা হল, খেলার মাঠ, নাট্যমঞ্চ, পার্ক, চিড়িয়াখানা, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থার অভাবে অপসংস্কৃতির প্রভাব এবং অপরাধ প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানকালে মানুষের বিনোদন চাহিদা এদেশে বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নানা কারণে এ চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা ঃ বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জন্যে কোন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। একারণে তারা জীবনের অধিকাংশ সময় অসহায়ভাবে দিন কাটায়। অভিভাবকহীন শৈশবে, বেকারত্বে, বার্ধ্যক্যে, অসুস্থতায়, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে সাধারণ মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা বা আয়োজন এদেশে নেই। দু:সময়ে কিছু কিছু সাহায্য-সহায়তার ব্যবস্থা করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগন্য। তাছাড়া এ সমস্ত সাহায্য দেয়া হয় অনেকটা দান-খয়রাত আকারে যেখানে নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত থাকে না। পাশাপাশি এ ধরণের ত্রাণ সাহায্য নিয়ে চলতে থাকে লাগামহীন দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা।

এ আলোচনা হতে বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে যে, বাংলাদেশে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি অপরিহার্য চাহিদাগুলো পূরণে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ সফল হয়নি। যদিও প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ হবার তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

১.৩.২: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হবার প্রধান কারণসমূহ

একথা সকলেই স্বীকার করেন যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মৌলিক চাহিদগুলো ন্যূনতমভাবেও পূরণ হচ্ছে না। এ অবস্থা আজকের নয়; বহুদিনের এবং ভবিষ্যতে কতদিন এভাবে চলবে তা'ও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না। এ অবস্থার পেছনে অনেক কারণ আছে। সংক্ষেপে নিচে এগুলো তুলে ধরা হলো:

১. সুশাসন ও স্বশাসনের অনুপস্থিতি ঃ অর্থাৎ, দীর্ঘদিন এদেশ শাসিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা। তাছাড়া সত্যিকার সুশাসন ব্যবস্থা কোন কালে এদেশে গড়ে ওঠেনি। ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণের বাস্তব পদক্ষেপ কোন সরকারই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে যেমন এদেশের জন্যে সত্যিকার কল্যাণ বিধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি; তেমনি বর্তমান বাংলাদেশেও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে কেউ সফল হয়নি।

২. দরকারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব ঃ নিরক্ষর ও বেকার মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ হয় না। দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর, অজ্ঞ এবং বেকার। এ অবস্থায় এরা নিজেরা যেমন নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ হচ্ছে না তেমনি সক্ষম জনগোষ্ঠীর ওপর এরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

৩. নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদির কারণে মানুষ দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হয়ে পড়ায় অভাবই হয়েছে তাদের নিত্যসাথি।

৪. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, সম্পদ ও সুযোগের অসম বন্টন এবং শিল্পে অনগ্রসরতার ফলে মানুষ মৌলিক চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত আয় করতে পারে না। ফলে তাদের বঞ্চনার মধ্যেই বাস করতে হয়।

৫. জনসংখ্যার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়াতে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমি, সম্পদ ও সুযোগের অংশ ইত্যাদি দ্রুত কমে যাওয়ায় মানুষ ক্রমেই দরিদ্র হয়ে পড়েছে।

৬. গণদুর্নীতি এবং রাজনৈতিক আন্তরিকতা, সদিচছা ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগের অভাবে দেশ ও সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ সত্যিকার ন্যায় বিচার কখনই পায়নি। ফলে তাদের মৌলিক প্রয়োজনও পূরণ হয়নি। সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর সরকারী ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হচেছ না দীর্ঘকাল ধরেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য চাহিদা অধিকাংশ মানুষের অপূরিত থাকছে। ফলে এরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে আজ হয়তো কেউ না খেয়ে বা না পরে থাকে না কিন্তু সার্বিক মানবিক প্রয়োজন মিটছে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দূর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনুন্নত কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ। তাছাড়া শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবসহ সুশাসন ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক পদক্ষেপের অনুপস্থিতি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পথে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ফলে নানা ধরণের সামাজিক সমস্যা ও অস্থিরতা দেখা দিচেছ ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ১.৩

সত্য/মিথ্যা নিরূপন করুন-

১. বাংলাদেশের মানুষের সকল মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হচেছ।

২. বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ না হবার অন্যতম কারণ সুশাসনের অভাব।

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো কতটা পূরণ হচেছ তা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

খ. বাংলাদেশীদের মৌলিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ না হবার মূল কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ৪ ঃ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হবার ফলে বাংলাদেশে উদ্ভূত সমস্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ মৌলিক চাহিদা পূরণ না হবার ফলে বাংলাদেশে কি কি সমস্যার উদ্ভব ঘটছে তা বলতে পারবেন।

১.৪.১. মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হবার ফলে বাংলাদেশে উদ্ভূত সমস্যাবলী।

প্রত্যেক মানুষেরই তার মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়া অপরিহার্য। এ ব্যাপারে মানুষ হয় সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। এগুলো মানুষের জীবনে এতই আবশ্যক যে যেমন করে হোক তা পূরণ করতেই হয়। স্বাভাবিক বা বৈধ পথে না হলে প্রয়োজনে অবৈধ উপায়েও চাহিদাগুলো পূরণ করতে মানুষ বাধ্য হয় । ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে মানুষ খুন পর্যন্ত করে; আবার ঘর না পেলে মানুষ রাস্তাতেই ঘুমায়। সেজন্যে রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব হলো নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। কেন না এ চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার ফলে সমাজে দেখা দেয় নানা ধরণের সমস্যা। সামাজিক বিজ্ঞানীরা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাকে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান ও মৌলিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. অপুষ্টি ঃ বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো অপুষ্টি। এটি মূলত মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত কারণে সৃষ্ট একটি মারাত্মক সমস্যা। এর প্রধান শিকার হলো শিশু ও নারী । বাংলাদেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ শিশু এবং দু'তৃতীয়াংশ নারী অপুষ্টির শিকার। অপুষ্টির কারণে শিশুদের মধ্যে অন্ধ, প্রতিবন্ধি, কম বুদ্ধি, খাটো হওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। তাছাড়া অপুষ্ট মায়ের সন্তান কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয় এবং শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি করে। অপুষ্টির শিকার হয়ে অন্যান্য মানুষ রোগগ্রস্থ, অসুস্থ, দ্রুত বার্ধক্য এবং অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। প্রয়োজনীয় আয়, শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয় ইত্যাদি অভাবে অপুষ্টি সমস্যার উদ্ভব হয়।

২. স্বাস্থ্যহীনতা ঃ সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থ থাকার জন্যেও দরকার হয় খাদ্য, পুষ্টি,চিকিৎসা, শিক্ষা চিত্তবিনোদন, বস্ত্র ইত্যাদির। কিন্তু বাংলাদেশে এ সকল মৌলিক চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হয় না বলে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় স্বাস্থ্যহীনতা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র মানুষের মধ্যে নানা ধরণের রোগ ও অসুস্থতা লক্ষ্য করা যায়। দরকারী চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় এবং চরম দারিদ্রের কারণে অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া কুসংস্কার, ভেজাল ও নকল খাদ্য ও ওষুধ স্বাস্থ্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অপুষ্টি ও রোগ-শোকের কারণে এদেশের মানুষর গড় আয়ু কম। তাছাড়া, শিশু মৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যু, প্রতিবন্ধকতাও এখানে অনেক বেশি।

৩. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা ঃ মানুষের জীবনে সবচেয়ে দরকারী উপাদান হলো শিক্ষা ও জ্ঞান। নিরক্ষর ও অজ্ঞ মানুষ নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকে এবং সঠিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। বাংলাদেশের প্রায় দু'তৃতীয়াংশ মানুষ নিরক্ষর। বলা হয় যে, শিক্ষাই আলো। অথচ শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হওয়াতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম অনুন্নত দেশ হবার পেছনে এই নিরক্ষরতাই বেশিরভাগ দায়ী। একথা বলতেই হয় যে, এদেশের বহুক্ষেত্রের কিছুটা উন্নতি হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি ও বিস্তৃতির গতি সবচেয়ে মন্থর। শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, বই-পুস্তক, স্কুল-কলেজ ইত্যাদির প্রচন্ড অভাব এদেশের অধিকাংশ মানুষকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত করে রেখেছে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হচেছ। সৃষ্টি হচেছ অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা।

৪. গৃহ ও বস্তিসমস্যা ঃ গৃহ হচেছ মানুষের আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশে বিরাট সংখ্যক মানুষ গৃহহীন। ভূমির স্বল্পতা এর অন্যতম কারণ। দেশের সকল মানুষের জন্যে পরিকল্পিত আবাসনের কোন পরিকল্পনা আজও প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে ঢাকাসহ দেশের সকল শহরের অন্যতম একটি সমস্যা হলো বস্তি। দেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রায় দু'তৃতীয়াংশ মানুষ আজ বাস করছে বস্তিতে। বাসা-বাড়ির স্বল্পতা ও বস্তির বিস্তারের ফলে স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, অপরাধ, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, পতিতাবৃত্তিসহ নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হচেছ। এক্ষেত্রে শিশু ও নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আবাসন অপরিহার্য। অথচ বাংলাদেশে এর অভাব প্রচন্ড রয়েছে।

৫. অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ঃ আইন পরিপন্থি কাজ করা হলো অপরাধ। আর এ কাজটি কিশোর বয়েসে করলে তা হয় কিশোর অপরাধ। মৌলিক মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। অর্থের অভাবে মানুষ যখন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না তখন চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি অপরাধ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, অস্বচ্ছলতার কারণে ঘুষ, দুর্নীতি মজুতদারী, চোরাচালান হতে শুরু করে ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, আত্মহত্যা, নেশা, সন্ত্রাস ইত্যাদি বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে। পর্যাপ্ত চিন্তবিনোদনের অভাবে এদেশের মানুষ অপরাধ ক্রমে মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচেছ নানাভাবে।

৬. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সামাজিকভাবে নিরাপদ নয়। মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ না হবার কারণে সৃষ্ট অসহায়ত্ব তাদেরকে বিভিন্ন অপরাধের দিকে ঠেলে দিচেছ। বিভিন্ন দুর্যোগ ও দু:স্থতায় গ্রামবাসীরা শহরে এসে বস্তি সমস্যার সৃষ্টি করছে। অথচ গ্রামে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে খুব কম সংখ্যক গ্রামবাসী শহরে আসতে ইচছুক হতো। শ্রমিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা, লুটতরাজ ইত্যাদিও এদেশে বৃদ্ধি পাচেছ। সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকায় যুবক ও কর্মক্ষম শ্রেণী ক্রমশ হতাশ, উদ্বিগ্ন, ভাগ্যনির্ভর ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে।

সার- সংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো সঠিকভাবে পূরণ না হবার ফলে সমাজে নানা ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ মৌলিক চাহিদাগুলো স্বাভাবিকভাবে পূরণ না হলে মানুষ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। তাই, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, বস্তি, অপরাধ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মৌলিক চাহিদাগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। তাই এর একটির অভাব দেখা দিলে অন্যগুলোর ওপর প্রভাব পড়ে এবং এ থেকে সৃষ্ট সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত বা মন্থর হবার পেছনে মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়াই বিশেষভাবে দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ১.৪

সত্য/মিথ্যা নিরূপন করুন-

১. মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পরস্পর নির্ভরশীল।
২. বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হবার কারণে তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।
৩. মৌলিক চাহিদাগুলো সঠিকভাবে পূরণ না হলে মানুষ প্রয়োজনে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে।
৪. আইন পরিপন্থি কাজ হলো অপরাধ।

রচনামূলক প্রশ্ন

ক. মৌলিক চাহিদাগুলো সঠিকভাবে পূরণ না হবার ফলে বাংলাদেশে কি কি সমস্যার উদ্ভব ঘটছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ - ১.১ ঃ (গ), (গ)
পাঠ- ১.২ ঃ (গ)
পাঠ- ১.৩ ঃ মিথ্যা, সত্য, মিথ্যা
পাঠ- ১.৪ ঃ সত্য, মিথ্যা, সত্য, সত্য